বাজপেয়ীর আরোগ্য কামনা করে বিজেপি কর্মীদের প্রার্থনা

কানপুর, ১২ জুন : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে দিল্লির এইমসে ভর্তি করা হয়েছে। ইউরিনারি ট্র্যাকে সংক্রমণের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বাজপেয়ী। মঙ্গলবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিজেপির বহু কর্মী এক প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতা এবং সহজ স্বভাবের কথা বার বার উল্লেখ করেন দলীয় কর্মীরা। বিজেপির কানপুর ইউনিটের বহু কর্মী, সদস্য-সমর্থক ৯৩ বছর বয়স্ক নেতার দ্রুত এবং পূর্ণ সুস্থতা কামনা করে এই প্রার্থনার আয়োজন করেন। প্রসঙ্গত, সোমবারই বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ এল কে আদবানি, অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, জে পি নাড্ডা, হর্ষ বর্ধনের মতো প্রবীণ বিজেপি নেতারা এইমসে যান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে। ১৯৯৬ সালে স্বল্প সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ১৯৯৮-২০০৪ পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তিনিই প্রথম অকংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী, যিনি পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেন।

অখিলেশের বাংলো থেকে জিনিস উধাও, দাবি উত্তর প্রদেশ এস্টেট বিভাগের

লখনউ, ১২ জুন : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে যোগী আদিত্যনাথ সরকার উত্তর প্রদেশের ৬ মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁদের বাংলো খালি করার নির্দেশ দেয়। রাজ্যের এস্টেট বিভাগ এই নির্দেশ দেয়। তবে নির্দেশ পাওয়ার পর সব মুখ্যমন্ত্রীই বাংলো খালি করে দিয়েছেন। যদিও তার আগে প্রতিটি বাংলোতেই তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালানো হয়। সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে কি না, তা দেখতেই এই তল্লাশি।

এস্টেট বিভাগের এক মুখপাত্র দাবি করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় এই নির্দেশ দেন। ওই মুখপত্রের আরও দাবি, পাঁচ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাংলোর জিনিসপত্র ঠিকঠাক থাকলেও সমাজবাদী পার্টির প্রধান ও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের বাংলোয় চেক লিস্ট মেলাতে গিয়ে দেখা গেছে বহু জিনিস খোয়া গিয়েছে। যদিও সমাজবাদী দলের মুখপাত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপির বিরুদ্ধে জোট গঠনে কোমর বেঁধে নেমেছেন অখিলেশ। তাঁর এই কাজ মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না বিজেপির শীর্ষ নেতারা। সেই কারণেই বাকি পাঁচ মুখ্যমন্ত্রীকে ক্লিনচিট দেওয়া হলেও অখিলেশ যাদবের ক্ষেত্রেই নানারকম অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সম্পত্তির কোনও ক্ষতি হলে তা নিয়ে তদন্তের যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, সেরকমই যারা এই কাজের জন্য দায়ী তাদের নোটিস দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এস্টেট বিভাগের দাবি, একমাত্র অখিলেশের

বাংলো ছাড়া অন্য পাঁচ মুখ্যমন্ত্রীর বাংলোতেই সব জিনিস ঠিক ঠিক জায়গায় রয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, অন্য বাংলোগুলিতে একটি জিনিসও খোয়া যায়নি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি কোনও কিছু। অখিলেশ থাকতেন ৪, বিক্রমাদিত্য মার্গের বাংলোয়। ওই বাংলোতেও সব জিনিসই বসিয়ে দিয়েছিল এস্টেট ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু তাদের দেওয়া প্রায় সব জিনিসই উধাও। এমনকি সরকারি সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতিও লক্ষ করা গেছে। এস্টেট অফিসার যোগেশ শুক্লা দাবি করেছেন, চেক লিস্ট মিলিয়ে তাঁর দফতর প্রতিটি খোয়া যাওয়া জিনিসের ক্রস চেক করবেন এবং কোনও জিনিস যদি পাওয়া না যায় এবং সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করা হয়, তবে যাঁরা নামে বাংলোটি দেওয়া হয়েছে তাঁকে ধরানো হবে রিকভারি নোটিস। এজন্য আইনজীবীদের পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করেছেন শুক্লা।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার এস্টেট বিভাগের কর্মীরা ৪ বিক্রমাদিত্য মার্গের বাড়িটিতে যান। মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় এই বাড়িতেই থাকতেন অখিলেশ। গদি হারানোর পর অখিলেশ বাড়িটি ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু ৪২ কোটি টাকা দামের একটি ঘড়ির রীতিমতো ক্ষতি করা হয়েছে। এমনকি ঘড়ির আকারও পাল্টে গেছে। ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ছবিও তুলিয়ে রাখা হয়েছে ওই ক্ষতিগ্রস্ত ঘড়িটির। ওই বাংলোর এক কোণে ছিল পাথরের তৈরি একটি মন্দির। ওই মন্দিরটি সহ পুরো বাংলোটিরই রীতিমতো ক্ষতি করা হয়েছে। বাংলোর মূল্যবান মেঝে, দেওয়ালের টাইলস, ল্যামিনেশন এবং পাথরের স্ল্যাবগুলি ভেঙে গেছে। এস্টেট বিভাগের দাবি, সেগুলি এমনভাবে ভেঙেছে যা আর মেরামত করা যাবে না। এছাড়া বিদ্যুতের সুইচ বোর্ড ও সুইচগুলিও টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। অখিলেশের বাংলোটি ছিল সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশনড। কিন্তু তদন্তে নেমে এস্টেট বিভাগের কর্মীরা দেখেছেন, এয়ার কন্ডিশনের ডাক্টগুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

শুক্লার আরও দাবি, এয়ার কন্ডিশনডের যে ডাক্টগুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, সেগুলি সমাজবাদী সরকারের শেষদিকে নতুন করে সারানো হয়েছিল। এই বাংলোর মধ্যেই রয়েছে সমস্ত ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য করে সুইমিং মিল। এই সুইমিং পুল তৈরি করতে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। সুইমিং পুলটি দেখা যাচ্ছে, বালি দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। সুইমিং পুলের পাশে বিদেশ থেকে আনার টাইলসগুলিও ফেটে চৌচির। এছাড়া ব্যাডমিন্টন কোর্টের টাইলস, নেট খোয়া গিয়েছে। খোয়া গিয়েছে সমস্ত এসি মেশিন, টিভি, যাবতীয় ফার্নিচার, ফ্যানগুলি। তবে তারা ক্রস চেক করে আরও একবার দেখতে চান। তারপরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে অখিলেশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠায় ক্ষুব্ধ সমাজবাদী দলের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের দাবি, অখিলেশ বিজেপি বিরোধী জোটের নেতৃত্ব দেওয়াতেই ক্ষুব্ধ বিজেপির শীর্ষ নেতারা এখন তাঁর উপর বিভিন্ন অভিযোগ চাপিয়ে দিচ্ছেন। বাংলো থেকে জিনিস সরানোর ঘটনা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয় বলেও দাবি করেছেন তাঁরা।

ভোট-ভিখারিরাই ইফতার পার্টির আয়োজন করে : বিজেপি বিধায়ক

হায়দরাবাদ, ১২ জুন : হিন্দু ধর্ম প্রত্যেককে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। কিন্তু কিছু কিছু ধর্ম আছে যারা হিন্দুদেরকে কাফের বলে এবং তাঁদের হত্যা করার নির্দেশ দেয়। হিন্দুদের হত্যা করার নির্দেশ দেয় যারা, তাদের জন্য আয়োজিত ইফতার পার্টিতে যোগ দেওয়া বা তাদের সম্মানে ইফতার পার্টির আয়োজন করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন বিজেপির হায়দরাবাদের বিতর্কিত বিধায়ক রাজা সিং। এই বিধায়ক আরও মারাত্মক অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, যারা ভোট ভিক্ষা করে তারাই ইফতার পার্টির আয়োজন করে। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া এবং ইফতার পার্টির আয়োজকদের তীব্র সমালোচনা করায় ফলকনামা থানায় রাজা সিংয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা, বিশেষ করে কংগ্রেস ইফতার পার্টির আয়োজন করে থাকে। এ বছরও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইফতার পার্টির আয়োজন হচ্ছে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিও ইফতারের আয়োজন করেছেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ইফতার পার্টির আয়োজকদের ভোট-ভিখারি বলে তকমা দিলেন বিজেপির এই বিতর্কিত বিধায়ক। সিং আরও বলেছেন, তিনি কখনও ইফতার পার্টির আয়োজন করেননি এবং ইফতারে যাননি। হায়দরাবাদের গোসা মহল বিধানসভা কেন্দ্রের এই বিধায়ক সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ভিডিও মেসেজে বলেছেন, তাঁর এক বন্ধু অন্য বিধায়কদের মতো রমজান মাসে ইফতারের আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। এই মুহূর্তে তেলেঙ্গানার বহু বিধায়কই ইফতার পার্টি নিয়ে ব্যস্ত। আর এই ধরনের পার্টিতেই মাথায় স্কাল ক্যাপ পরে সেলফি তুলতেই ব্যস্ত তাঁরা। তাঁদের ধারণা হয়েছে, এভাবে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। এভাবেই 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর স্লোগানকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

তৃণমূল স্তরের কংগ্রেস কর্মীদের দলকে তাদের অক্লান্ত সেবার জন্য কুর্নিশ জানালেন রাহুল

মুম্বই, ১২ জুন : কংগ্রেস তার তৃণমূল স্তরের কর্মীদের পাশে সর্বদাই রয়েছে। একেবারে নিচুতলার কর্মীরা দলের জন্য যেভাবে অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিষেবা দিচ্ছে, সেজন্য তাদের কুর্নিশ জানালেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। ট্রাইট করেই কংগ্রেস সভাপতি দলীয় সদস্যদের উদ্দেশে এইসব কথা বলেন। বিরোধীদের মতে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন এবং মহারাষ্ট্রের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীদের নৈতিক মনোবলকে চাঙ্গা করতে রাহুল এইসব ভাল ভাল কথা বলেছেন।

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর রাহুল এই প্রথম মহারাষ্ট্র সফরে এলেন। তবে কোনও নির্বাচনী প্রচারে নয়। মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্দিতে বিজেপি কর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন। রাহুল মন্তব্য করেছিলেন, মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করেছে আরএসএস। রাহুলের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ভিওয়ান্দির আদালতে মঙ্গলবার হাজির থাকতে হয় রাহুলকে।

আদালতের কাজকর্ম মিটে যাওয়ার পর তিনি ট্রাইট করে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস কর্মীদের অভিনন্দন জানান। রাহুল কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পর প্রথম মহারাষ্ট্র সফর। স্বভাবতই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রচুর হোর্ডিং টাঙানো হয়। মুম্বই বিমানবন্দর থেকে থানে পর্যন্ত রাস্তার দুধারে 'দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী' লেখা এই হোর্ডিংগুলি নিঃসন্দেহে

রাজীবকে চাঙ্গা করেছে। তাই আদালত থেকে ফিরেই তিনি দলীয় কর্মীদের অভিনন্দন জানান।

মুম্বই বিমানবন্দরে কংগ্রেস সভাপতিকে উষ্ণ অভিনন্দন জানান মহারাষ্ট্র দলের নেতারা। মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সভাপতি অশোক চৌহান ও মুম্বই ইউনিটের প্রধান সঞ্জয় নিরুপম ফুলের মামলা পরিয়ে রাজীবকে আলিঙ্গন করেন। ভিওয়ান্দির আদালতে হাজির হওয়ার পরই তিনি দলের মুম্বই কর্পোরেশনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা।

ভিওয়ান্দির আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে রাহুল গান্ধি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। যদিও রাহুল আদালত ছেড়ে যাওয়ার পরই তাঁর বিরুদ্ধে এই মানহানির মামলায় চার্জ গঠনের নির্দেশ দেয় আদালত। মামলাটি দায়ের করেছেন আরএসএস কর্মীরা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ ও ৫০০ ধারায় রাহুলের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে।

স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য দেশের সেরা ১০০টি কলেজের তালিকা প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। অনলাইনে ফর্ম তোলার কাজও প্রায় শেষ। কারণ অধিকাংশ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের বোর্ডে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এখন তাদের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে ঢোকার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক চলতি বছরে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। জাতীয় স্তরে ছাত্রছাত্রীদের র‍্যাঙ্কিং অনুসারে এইসব কলেজে তাঁরা ভর্তি হতে পারবে। দেশের সেরা কলেজ কোনগুলি? ছাত্রছাত্রীরা যে রাজ্যে বাস করে সেই রাজ্যেরই বা সেরা কলেজ কোনগুলি? এতদিন এসব তথ্য পেতে ছাত্রছাত্রীদের নানারকম চেষ্টা করতে হত। বসতে হত কম্পিউটার নিয়ে। তবে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সেই তালিকা প্রকাশ করায় ছাত্রছাত্রীদের সেরা কলেজ বাছার কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই তালিকায় সেরা কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন (আবাসিক) কলেজ। এছাড়া সারা দেশের সেরা কলেজগুলির তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে। প্রতি বছরই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এই কাজটি ছাত্রছাত্রীদের সুবিধাথে করতে চায়।

আগরতলার শহরতলির একটি ফলের বাগান থেকে আনারস সংগ্রহ করা হচ্ছে।

কন্যাসন্তানকে সবরমতীতে ছুড়ে ফেলে আত্মহত্যা সমকামী দম্পতির

আহমেদাবাদ, ১২ জুন : তিন বছরের মেয়েকে সবরমতী নদীতে ছুড়ে ফেলে সেখানেই ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন সমকামী এক দম্পতি। গুজরাত পুলিশের দাবি, তিন বছরের ওই শিশুকন্যাটি দুই সমকামীর কোনও একজনের বলে মনে করা হচ্ছে। আহমেদাবাদ মহিলা থানার ইন্সপেক্টর এম এস সিং জানিয়েছেন, ওই দুই সমকামী মহিলা এদিন সবরমতীর উপর তৈরি এলিস ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ঠিক তার আগেই তাদের মধ্যেই কেউ একজন কন্যা সন্তানটিকে নদীতে ফেলে দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দু'টি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। দু'টি নোটেরই বয়ান এক। সুইসাইড নোটে লেখা হয়েছে, 'আমরা এই দুনিয়া ছেড়েই চলে যাচ্ছি। কারণ এই সমাজ আমাদের কোনওদিনও এক হতে দেবে না।' মৃত্যুকালীন এই সুইসাইড নোট থেকেই পুলিশ জানতে পারে, দুই তরুণী সমকামী ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, তারা দু'জনে একইসঙ্গে কাজ করতেন। সেই থেকেই তাদের মধ্যেই সখ্য হয়, ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেই ঘনিষ্ঠতা সমকামের জন্ম দেয়। আত্মঘাতী দুই তরুণীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের মনে হয়েছে, তারাও অন্তরিস্তর দুই তরুণীর সমকামিতার কথা জানতেন। উল্লেখ্য, তাদের এই সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসার পরই জটিলতা তৈরি হয়। নানারকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাদের। তার জেরেই এই মর্মান্তিক পরিণতি বলে ধারণা পুলিশের। আত্মঘাতী দুই তরুণীর নাম আশা ঠাকর (৩০) ও ভাবনা ঠাকর (২৮)। অনুমান করা হচ্ছে, মেয়েটি আশার। ৩ বছরের এই মেয়েটির নাম মেঘা। অন্যদিকে ভাবনার দু'টি ছোট ছেলে আছে বলে জানা গেছে।

অফিসারদের ধর্মঘট নিয়ে কেজরিওয়ালের দাবি ভিত্তিহীন বলে জানাল আইএএস অ্যাসোসিয়েশন

নয়াদিল্লি, ১২ জুন : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে আইএএস অ্যাসোসিয়েশনের ফের সংঘাত শুরু হল। কেজরিওয়াল সম্প্রতি অফিসাররা ধর্মঘট করছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন। সেই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে আইএএস অ্যাসোসিয়েশন। শুধু ভিত্তিহীন নয়, মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি রীতিমতো অনধিকার চর্চা এবং দুর্ভাগ্যজনক বলেও মন্তব্য করেছেন তাঁরা। আপের আত্মায়কের দাবি অনুসারে কোনও অফিসারই ধর্মঘটের পথে পা দেননি বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। আইএএস অ্যাসোসিয়েশন সোমবার রীতিমতো প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করে। একইসঙ্গে দিল্লির সরকারের মন্ত্রীদের অভিযোগকেও তাঁরা অনধিকার চর্চা বলে মন্তব্য করেছেন। এর ফলে ফের দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আইএএস অফিসারদের সংঘাত শুরু হল বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে দুই বিধায়ক একটি বৈঠকের পর মুখ্যসচিবকে নিগ্রহ করেন বলে অভিযোগ ওঠে। আইএএস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মণীশা সাক্সেনা সেই নিগ্রহের ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, 'এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরও তাঁরা ধর্মঘটের পথে পা বাড়ানিনি। যদিও মুখ্যসচিবের ওপর এই আক্রমণের ঘটনায় সমস্ত আইএএস অফিসারই মানসিক ভাবে অত্যন্ত মর্মাহত এবং ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু কোনও সময়ের জন্যই কাজ তাঁরা বন্ধ করেননি। মণীষার আরও দাবি, মন্ত্রিসভার প্রতিটি বৈঠকেই সংশ্লিষ্ট অফিসাররা যোগ দেন। বিধানসভায় যেসব প্রশ্নোত্তর সদস্যরা করেন, নিয়মিত মন্ত্রীদের কাছে তা ব্রিফ করেন অফিসাররা। কেজরিওয়ালের দাবি সম্পর্কে তাই প্রশ্ন তুলে সাক্সেনা বলেছেন, আইএএস অফিসাররা যদি ধর্মঘটই করবেন, তবে বাজেট কীভাবে পাস হল? বাজেট অধিবেশন একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি কেন? তবে সাক্সেনা জানিয়েছেন, মন্ত্রীদের এবং মুখ্যমন্ত্রীর রুটিন বৈঠকগুলিতে তাঁরা যোগ দেন না নিজেদের নিরাপত্তা ও মর্যাদার কথা ভেবে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনে যেভাবে মুখ্যসচিবকে নিগ্রহ করা হয়েছিল সেকথা ভেবেই তাঁরা মন্ত্রীদের রুটিন বৈঠকে যোগ দেন না।

বিতর্কিত গডম্যান ভাউজি মহারাজ আত্মঘাতী, দাবি সিবিআই তদন্তের

ইন্দোর, ১২ জুন : বিতর্কিত ধর্মগুরু ও গডম্যান হিসেবে পরিচিত ভাউজি মহারাজ মঙ্গলবার বিকেলে আত্মঘাতী হয়েছেন। নিজের মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হন তিনি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ইন্দোরের বম্বে হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলিউডের প্রাক্তন মডেল ধর্মগুরুকে চলতি বছরের গোড়ায় মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস এই স্বঘোষিত ধর্মগুরুর আত্মঘাতী হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে সিবিআই তদন্তের দাবি করেছে। ভাউজি মহারাজের মৃত্যুর জন্য তাঁরা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে দায়ী করেছে। কংগ্রেসের আরও অভিযোগ, মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের জন্য ভাউজি মহারাজ অত্যন্ত চাপের মধ্যে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে মন্ত্রী হওয়ার জন্য এবং ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করতে চাপ দিচ্ছিলেন। এজন্য তাঁকে নানারকম সুযোগসুবিধা দেওয়ারও প্রস্তাব করা হয়। যদিও এই স্বঘোষিত ধর্মগুরু রাজ্য সরকারের দেওয়া সবরকম সুযোগসুবিধা প্রত্যাখ্যান করেন এবং মন্ত্রীপদ নিতেও অস্বীকার করেন। মন্ত্রীপদ কোনও সন্তের পক্ষে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী বার বার তাঁকে সেই পদ গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে চলেছিলেন বলেও অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সরকারের আমলে আইনমন্ত্রী সলমন খুরশিদ এবং দিল্লির সাংসদ সন্দীপ দীক্ষিতের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। লোকপাল বিলের খসড়া প্রণয়নেও ভাউজি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

'ধাধাক'-এর ট্রেলার দেখানো হয় সোমবার মুম্বইতে। নিজের ছবির ট্রেলারে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত শ্রীদেবী কন্যা অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর, ইশান খট্টর, বনি কাপুর এবং অনিল কাপুর সহ পরিবারের অন্যান্যরা।

জমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় পিছিয়ে গেল জাপানি সাহায্যে নির্মিত মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেনের কাজ

পালঘর(ভারত)/টোকিও(জাপান),১২জুন : ডেড লাইন ছিল ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাস। কিন্তু সেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হল না। ফল উৎপাদনকারীদের ক্রমাগত বিক্ষোভের জেরে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেনের প্রজেক্ট থমকে গেল। প্রসঙ্গত, এই প্রজেক্টে জাপান দিচ্ছে ১৭ কোটি বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জাপানি প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের সময়ই প্রকল্পটি চূড়ান্ত হয়। এই নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প পিছিয়ে যায়নি। প্রকল্পটি পিছিয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন টোকিও। তবে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে তাঁদের সমস্যা দ্রুত মিটিব বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অফিসাররা প্রত্যেক সপ্তাহে প্রকল্পটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু এবার তাঁরা কিছুটা উদ্বিগ্ন টোকিও এই নিয়ে হতাশা প্রকাশ করায়। মহারাষ্ট্রের আমবাগানের মালিকরা জমি দিতে অস্বীকার করে বিক্ষোভ দেখানোয় আহমেদাবাদের কাছে থমকে গিয়েছে প্রকল্পটির কাজ। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই প্রকল্পে বাধা দিচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। স্থানীয় রাজনীতিকরাই বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ফলে মহারাষ্ট্রের মধ্যে ১০৮ কিলোমিটার পথের কাজ থমকে গিয়েছে। বুলেট ট্রেনের পুরো করিডরটির এক-পঞ্চমাংশ এই অংশে পড়বে। মুম্বইয়ের সঙ্গে মোদীর নিজের রাজ্য গুজরাতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক শহর আহমেদাবাদে সংযোগ তৈরি হবে এই পথেই। এক কৃষক দাবি করেছেন, তাঁর পরিবারে কমপক্ষে একজন বা দু'জনকে চাকরি এবং লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব সরকার নিলে তবেই তিনি জমি দেবেন। এদিকে জাপানের পরিবহণ মন্ত্রকের এক অফিসার জানিয়েছেন, দিল্লি তাঁকে জমি অধিগ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে।

F. No.MT/4-5/Disposal/ Bus-260/ 2018-19/6332
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF TRANSPORT

Port Blair, dated : 06/06/2018

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited for the sale of unserviceable bus lying at Workshop Mayabunder as mentioned in the enclosed schedule under Directorate of Transport Department on "as is where is" basis.

The unserviceable bus can be inspected by the bidders on any working day during 9.00 AM to 3.00 PM at Workshop Mayabunder with the permission of Assistant Engineer before the date of opening of the tender. The tender documents containing the terms and conditions, EMD and other details can be obtained from the Cashier, Directorate of Transport, Port Blair on payment of Rs. 200/-(Non Refundable) per set on any working day during 9.00AM to 03.00 PM. Tender documents will be sold upto 03.00 PM on 20/07/2018. The terms and conditions of the tender may also be downloaded from the official website http://eproc.andaman.gov.in of A & N Administration. Such tenders shall accompany Rs. 200/- in the Form of Demand Draft on favour of Accounts Officer (Transport) towards the cost of the documents. The tender should be placed in the tender box kept in the Procurement Section on or before 03 PM on 23/07/2018 and the same will be opened on 23/07/2018 at 03.30 PM in the presence of Tenderers, if any, present at the time of opening of the tender. If the date of opening of tender falls on holiday, the same shall be opened on next working day at the same time.

Sd/-
2449/18 **Assistant Engineer (Tech.)**